ছোটদের ঈমান সিরিজ ১

আল্লাহ তাআলা চিরমহান

জাকারিয়া মাসুদ

ATFAAL
by sondrjon

০১
আল্লাহর
ওপর ঈমান
০২
ফেরেশতাদের
ওপর ঈমান
০৩
কিতাবের
ওপর ঈমান
০৪
নবি রাসূলদের
ওপর ঈমান
০৫
আখিরাতের
ওপর ঈমান
০৬
তাকদীরের
ওপর ঈমান

ঈমানের প্রধান শাখা

২ এক জান্নাতীর গল্প

উটে চড়ে এক রাখাল এল। সে নবিজির সাথে দেখা করতে চাচ্ছিল। কিন্তু আল্লাহর নবি ﷺ-কে সে চিনত না। তাই উট থামিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। এমন সময় মদীনার বাইরে একটি জটলা দেখা গেল। রাখাল ভাবল, তাদের কাছে হয়তো নবিজির ঠিকানা পাওয়া যাবে। তাই সে উট হাঁকিয়ে ওইদিকে ছুটে গেল।

সাহাবিরা দাঁড়িয়ে ছিলেন ওখানে। নবিজিও তাঁদের সাথেই ছিলেন। কিন্তু ওই রাখাল তাঁকে চিনতে পারেনি। আল্লাহর নবি ﷺ তাকে জিগেস করলেন, 'তুমি কোথা থেকে এসেছ?'

রাখাল বলল, 'আমার পরিবারের কাছ থেকে।'

সে কোথায় যাচ্ছে, নবিজি এটাও জানতে চাইলেন। উত্তরে লোকটি বলল, 'আমি আল্লাহর রাসূলের কাছে যাচ্ছি।'

রাসূল ﷺ তখন বলেন, 'তুমি তো আল্লাহর নবিকে পেয়েই গেছ। বলো, কী জানতে চাও।'

সে এতক্ষণ বুঝতেই পারেনি, ইনিই আল্লাহর রাসূল। এইবার সে বুঝতে পারল। তার আনন্দের কোনো সীমা রইল না।

নবিজির সাক্ষাৎ পেয়ে সে বেজায় খুশি হলো। এরপর বলল, 'ওগো আল্লাহ রাসূল! ঈমান কী জিনিস, আমাকে তা শিখিয়ে দিন।'

তার প্রশ্নের জবাবে আল্লাহর নবি ﷺ বলেন, 'ঈমান হলো :

ওই রাখাল তখন বলে উঠল, 'আপনি যা যা বললেন, আমি তার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিলাম!'

কথা শেষ হলে নবিজি বিদায় নিলেন। সাহাবিরাও তাঁর পিছুপিছু ছুটলেন।

ওই রাখাল তখন বাড়ির পথ ধরল। তার উটটা ছিল কম বয়সের। চলতে চলতে ওটার পা গর্তে পড়ে গেল। লোকটি তখন ছিটকে পড়ল বাহন থেকে। প্রচণ্ড চোট খেয়ে তার ঘাড় ভেঙে গেল।

আল্লাহর রাসূল ﷺ এই দৃশ্য দেখতে পান। তিনি সাহাবিদের বলেন, 'তোমরা ওই লোকটিকে আমার কাছে নিয়ে এসো।'

আম্মার ইবনু ইয়াসির ও হুযাইফা رضي الله عنهما দৌড়ে চলে যান। তাঁরা লোকটিকে উঠিয়ে বসান। কিন্তু ততক্ষণে সে মারা গিয়েছিল। সাহাবিরা বলতে থাকেন, 'আল্লাহর রাসূল! এ তো মারা গেছে!'

নবি ﷺ তখন লোকটির কাছে যান। তার লাশের দিকে একনজর তাকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে ফেলেন। এরপর বলেন, 'তোমরা কি খেয়াল করেছ, আমি লোকটির কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি?'

সাহাবিরা বলেন, 'জি, আল্লাহর রাসূল!'

নবিজি তখন বলেন, 'আমি দেখলাম, দুজন ফেরেশতা লোকটির মুখে জান্নাতী ফল ঢুকিয়ে দিয়েছে। কারণ, সে ক্ষুধার্ত অবস্থায় মারা গিয়েছিল। এই লোকটি ঈমান আনার পর শিরক করেনি। পরকালে সে জাহান্নাম থেকে নিরাপদ থাকবে।'

এই রাখাল ছিল খুবই গরিব। গাছের বাকল খেতে খেতে তার ঠোঁট ছিঁড়ে গিয়েছিল। মারা যাওয়ার সময় সে ছিল ক্ষুধার্ত। তাই ফেরেশতা তাকে খাইয়ে দিয়েছে। তার লাশের দিকে তাকিয়ে নবিজি বলেন, 'লোকটি অল্প আমল করেও বিপুল সওয়াব হাসিল করে নিল। তোমরা ওকে উঠিয়ে নিয়ে আসো।'

সাহাবিরা ধরাধরি করে তার লাশ নিয়ে আসেন জলাশয়ের কাছে। ভালো করে গোসল করিয়ে লাশের গায়ে আতর মেখে দেন। এরপর তাকে দাফন করেন।

দেখলে তো বন্ধুরা, ঈমান আনলে কত মর্যাদা পাওয়া যায়? এই লোকটি আমল করার সময়ই পায়নি। নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত কিছুই করেনি। শুধু ঈমান এনে মারা গেছে। এই একটি মাত্র কারণে আল্লাহ তাঁর ওপর খুশি হয়েছেন। জান্নাত থেকে তার জন্য ফল পাঠিয়ে দিয়েছেন।

দুইটি কথার দ্বারা সে ঈমান এনেছিল—'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ও 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর অর্থ আমরা আগেই জেনেছি। এবার বলছি 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' এর অর্থ। এর মানে হলো 'মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল'। যে ব্যক্তি এই দুই কথার সাক্ষ্য দেয়, তাকে বলা হয় মুমিন। কিয়ামতের দিন প্রতিটি মুমিন জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে এগুলো স্বীকার করে না, তাকে বলা হয় কাফির। কাফিরের ঠিকানা হলো জাহান্নাম।

আহমাদ : ১৯১৭৬, তাবারানি : ২৩২৯ অনুসারে লেখা হয়েছে

যে গল্পগুলো দিয়ে সাজিয়েছি

১ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ

২ এক জান্নাতীর গল্প

৩ মুকুট পাবে কে

৪ তাঁর কোনো শরিক নেই

৫ শয়তান থেকে বাঁচার উপায়

৬ আল্লাহ তাআলা চিরমহান

৭ বরকত পেলো সকলে

৮ তিনিই গফূর, তিনিই রহীম

৯ রিযিকের মালিক আল্লাহ

১০ চাইলে তিনি খুশি হন

আল্লাহ তাআলা চিরমহান
লেখক : জাকারিয়া মাসুদ
শারঈ সম্পাদক : শায়খ মোখতার আহমাদ
গ্রাফিক্স : নয়ন সরকার
প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০২২

ATFAAL
by sondipon
৩৮/৩, কম্পিউটার কমপ্লেক্স (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৪০৬৩০০১০০,০১৭১১ ০৬৯ ০৩৯
ATFAAL
www.sondipon.com

ছোটদের ঈমান সিরিজ ২

ফেরেশতারা দেখতে যেমন

জাকারিয়া মাসুদ

ATFAAL
by sondipon

৪ রহমত নিয়ে আসেন তাঁরা

একদল ফেরেশতা দুনিয়াতে নিয়োজিত আছে। তাঁরা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। কোন কোন বান্দা আল্লাহর কথা আলোচনা করছে—তাদের খুঁজে বেড়ায়। তারা ডানা দিয়ে এইসব বান্দাদের ঘিরে রাখে।

তখন আল্লাহ তাদেরকে জিগেস করেন, 'আমার বান্দারা কী বলছে?'

আল্লাহ তো সবই জানেন। তারপরেও বান্দাদের আমলনামা তিনি ফেরেশতাদের কাছ থেকে শুনতে চান। ফেরেশতারা বলে, 'তারা আপনার তাসবীহ পাঠ করছে। আপনার যিকির করছে। আপনার গুণগান করছে।'

আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তারা কি আমাকে দেখেছে?'

ফেরেশতারা বলে, 'না, তারা আপনাকে দেখেনি।'

আল্লাহ বলেন, 'যদি তারা আমাকে দেখত, তাহলে কী করত?'

ফেরেশতারা বলে, 'যদি তারা আপনাকে দেখত, তাহলে আরও বেশি তাসবীহ পাঠ করত। আরও বেশি আপনার প্রশংসা করত।'

আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তারা আমার কাছে কী চায়?'

ফেরেশতারা বলে, 'তারা আপনার কাছে জান্নাত চায়।'

আল্লাহ বলেন, 'তারা কি জান্নাত দেখেছে?'

ফেরেশতারা বলে, 'না, তারা জান্নাত দেখেনি।'

আল্লাহ বলেন, 'জান্নাত দেখলে কী করত?'

ফেরেশতারা বলে, 'তাহলে জান্নাতের প্রতি আরও আগ্রহী হয়ে উঠত।'

এরপর আল্লাহ বলেন, 'আমার বান্দারা কোন জিনিস থেকে বাঁচতে চায়?'

ফেরেশতারা বলে, 'তারা জাহান্নাম থেকে বাঁচতে চায়।'

আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তারা কি জাহান্নাম দেখেছে?'

ফেরেশতারা বলে, 'না, দেখেনি।'

আল্লাহ বলেন, 'যদি তারা জাহান্নাম দেখত, তাহলে কী করত?'

ফেরেশতারা বলে, 'তাহলে তারা আরও বেশি জাহান্নাম থেকে পানাহ চাইত।'

আল্লাহ তখন বলেন, 'তোমাদের সাক্ষী রেখে জানিয়ে দিচ্ছি—ওই বান্দাদেরকে আমি ক্ষমা করে দিলাম।'

আল্লাহর এই বান্দারা অনেক সৌভাগ্যবান, তাই না? আমার কি এমন সৌভাগ্যবান বান্দা হতে চাই? তাহলে আমাদের উচিত বেশি বেশি তাসবীহ পাঠ করা। বেশি বেশি আল্লাহর যিকির করা। যেসব মজলিসে আল্লাহর কথা আলোচনা হয়, সেখানে অংশ নেওয়া। তাহলে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন।

বুখারি : ৬৪০৮, মুসলিম : ২৬৮৯, তিরমিযি : ৩৬০০ অনুসারে লেখা হয়েছে

যে গল্পগুলো দিয়ে সাজিয়েছি

১ বিশাল বিশাল দেহ তাঁদের

২ গুনলে কভু হবে না শেষ

৩ ফেরেশতাদের নানান কাজ

৪ রহমত নিয়ে আসেন তাঁরা

৫ রূহ কবজ করেন যাঁরা

৬ কবরের সওয়াল-জওয়াব

৭ এলেন তাঁরা দলে দলে

৮ সবচেয়ে উঁচু পরিষদ

৯ ফেরেশতা আসে না যেই ঘরে

ফেরেশতারা দেখতে যেমন

লেখক : জাকারিয়া মাসুদ

শারঈ সম্পাদক : শায়খ মোখতার আহমাদ

গ্রাফিক্স : নয়ন সরকার

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০২২

ATFAAL

by sondipon

৩৮/৩, কম্পিউটার কমপ্লেক্স (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা

০১৪০৬৩০০১০০,০১৭১১ ০৬৯ ০৩৯

ATFAAL

www.sondipon.com

ছোটদের ঈমান সিরিজ ৩

কিতাব এল দুনিয়াতে

জাকারিয়া মাসুদ

ATFAAL
by sondipon

৪ ইনজিল কিতাবে নবিজি

ইরানের ইস্পাহান নগরের কথা। এখানে একজন জমিদার বাস করত। সালমান (রা.) নামে তার এক ছেলে ছিল। এই ছেলেকে সে অনেক ভালোবাসত। অনেক আদর করত। একদিন সালমান সত্য দ্বীনের খুঁজে বেরিয়ে পড়েন। সফর করতে করতে পৌঁছে যান শামে। ওখানে গিয়ে একজনকে জিগেস করেন, 'তুমি কোন ধর্ম পালন করো?'

সে বলে, 'আমি খ্রিষ্টান।'

সালমান (রা.) বলেন, 'তোমাদের ধর্মের সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি কে?'

লোকটি বলে, 'ওই-যে গির্জা দেখতে পাচ্ছেন, ওখানে একজন পাদরি থাকেন। তিনিই সবচেয়ে ভালো মানুষ।'

সালমান (রা.) ওই গির্জায় চলে যান। গিয়ে পাদরির সাথে দেখা করেন। তাকে বলেন, 'আমি ইরান থেকে এসেছি।'

পাদরি বলেন, 'কেন এসেছ বাছা?'

তিনি বলেন, 'আমি উপকারী জ্ঞান শিখতে চাই। আপনার সাথে থাকতে চাই।'

পাদরি রাজি হলো।

সালমান (রা.) ওখানে থেকে তালিম নিতে থাকলেন। ইনজিল কিতাব পড়তে থাকলেন। কিছুদিন পর ওই পাদরি অসুস্থ হয়ে গেল। দিনদিন তার অবস্থা খারাপ হতে থাকল। সবাই বুঝতে পারল, তিনি মারা যাবেন। তখন সালমান তাকে বললেন, 'মৃত্যুর আগে আমাকে কী উপদেশ দেবেন?'

তিনি বললেন, 'আমি মসুলের এক পাদরিকে চিনি। তুমি তার কাছে চলে যেয়ো।'

এই পাদরি মারা গেলে সালমান (রা.) মসুলে চলে আসেন। এখানে এসে আরেক পাদরির শিষ্য হন। একসময় তারও জীবন ঘনিয়ে আসে। সালমান (রা.) তাকে জিগেস করেন, 'আপনার মৃত্যু হলে আমি কার কাছে জ্ঞান শিখতে যাব?'

মসুলের পাদরি বলেন, 'তুমি নাসীবাইন এলাকায় চলে যেয়ো। ওখানে একজন ভালো পাদরি আছেন। তিনিই তোমাকে ইনজিল শেখাবেন।'

মসুলের পাদরি মারা গেলে সালমান চলে আসেন নাসীবাইনে। এখানকার পাদরিও একসময় মারা যান। মরার আগে সালমানকে আম্মুরিয়ায় চলে যাওয়ার ওসিয়ত করেন। তার কথামতো সালমান (রা.) চলে আসেন আম্মুরিয়ায়। এখানে এসে নতুন পাদরির শিষ্য হন। এই পাদরি মারা যাওয়ার সময় বলেন, 'ছেলে আমার! আমি হয়তো মারা যাব। তোমাকে একটা ওসিয়ত করে যাচ্ছি। শেষনবি আসার সময় ঘনিয়ে এসেছে। তুমি তাঁর খোঁজে বেরিয়ে পড়ো।'

পাদরির কথামতো তিনি আবার সফর শুরু করেন। মাঝপথে কিছু ব্যবসায়ীর সাথে তাঁর দেখা হয়। তাদের সাথেই তিনি মদীনার দিকে রওনা হন। কিন্তু ব্যবসায়ীরা তাঁর সাথে গাদ্দারি করে বসে। তাঁকে দাস হিসেবে বিক্রি করে দেয়। একজন ইহুদি তাঁকে কিনে নিয়ে আসে। ওই ইহুদির বাড়ি ছিল মদীনায়। মদীনায় এসে সালমান ﷺ বুঝতে পারেন, ইনজিলে যে নবির কথা বলা আছে—তিনি এ এলাকাতেই হিজরত করবেন। সালমান তখন শেষনবির জন্যে অপেক্ষা করতে থাকেন।

একদিন তিনি শুনতে পেলেন যে, মদীনায় একজন নবি এসেছেন। তিনি মক্কা থেকে হিজরত করেছেন এখানে। এ কথা শুনেই তিনি ব্যাকুল হয়ে ওঠেন।

পরদিন তিনি নবিজির কাছে যান। নবিজিকে দেখেই বুঝতে পারেন, ইনিই শেষনবি। উনার আগমনের কথাই পাদরি তাঁকে জানিয়েছিলেন। ইনিই হলেন মুহাম্মাদ ﷺ। সালমান তাঁর ওপর ঈমান আনেন।

ইনজিলে এই নবির কথা লেখা ছিল। তাঁর পরিচয় দেওয়া ছিল। যারা সত্যিকার ইনজিল চর্চা করত, তারা সকলেই এটা জানত।

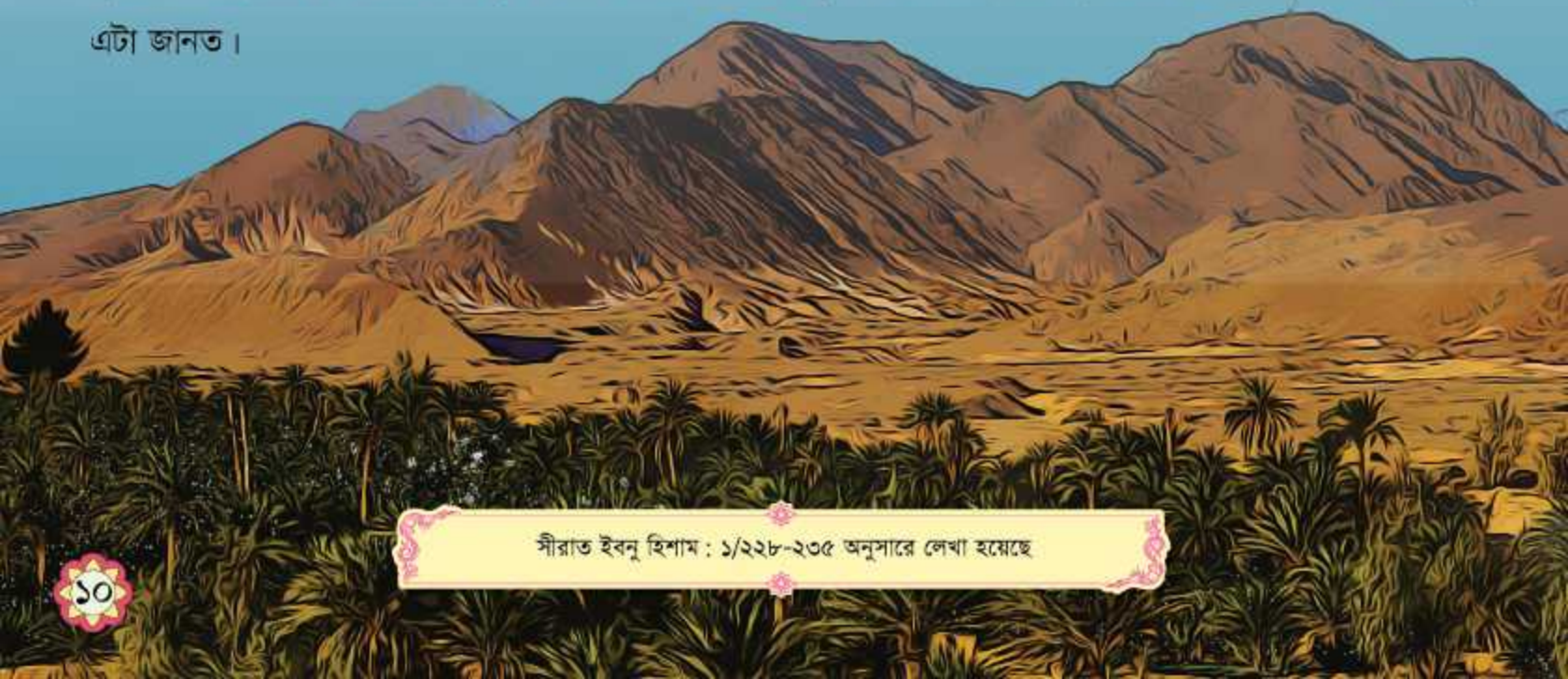

সীরাত ইবনু হিশাম : ১/২২৮-২৩৫ অনুসারে লেখা হয়েছে

৫ চূড়ান্ত কিতাব আল-কুরআন

নবিজির খুব কাছের মানুষ ছিলেন উমর (রা.)। আল্লাহর নবি (সা.) তাঁকে খুব ভালোবাসতেন। সাহাবিরাও তাঁকে মহব্বত করতেন। তিনি যে পথ দিয়ে হাঁটতেন, শয়তান সে পথ ছেড়ে চলে যেত। শয়তান তাঁকে ভয় পেত। উমর (রা.) একদিন দেখলেন, এক লোক তাওরাত পড়ছে। তিনি ওই লোকটির কাছে গেলেন। তাওরাতের কিছু কথা তাঁর ভালো লাগল। তিনি লোকটিকে বললেন, 'আমাকে কিছু অংশ লিখে দিতে পারবে?'

লোকটি বলল, 'জি, অবশ্যই।'

এরপর সে তাওরাত থেকে কিছু আয়াত লিখে দিল। উমর (রা.) সেটা হাতে নিয়ে নবিজির মজলিসে গেলেন। সেখানে অনেকেই ছিল। তাঁদেরকে উমর বললেন, 'এই হলো তাওরাতের কিছু অংশ। এটা পড়ার দ্বারা আমাদের জ্ঞান হয়তো আরও বেড়ে যাবে।' উমরের কথা শুনে রেগে গেলেন নবিজি। তাঁর চেহারা লাল হয়ে গেল। তিনি বললেন, 'উমর, শুনো! আমাকে দেওয়া হয়েছে চূড়ান্ত কিতাব। আল-কুরআন। পূর্বে যত কিতাব এসেছিল, সবগুলোর সারমর্ম এখানে রয়েছে। তাওরাতের নবি মূসাও যদি এখন জীবিত থাকতেন, তবে তিনিও আমাকে অনুসরণ করতেন।'

নবি ﷺ বোঝাতে চাইলেন যে, সর্বশেষ ও চূড়ান্ত কিতাব হলো আল-কুরআন। এই কিতাব আসার পর আগেকার সব কিতাব বাতিল হয়ে গেছে। উমর رضي الله عنه এ কথা বুঝতে পেরে বললেন, 'আমি আল্লাহকে রব হিসেবে, মুহাম্মাদ ﷺ-কে নবি হিসেবে, আর ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট।'

এরপর তিনি তাওরাতের লিখিত অংশটুকু মুছে ফেললেন।

বন্ধুরা! কুরআন আসার পর বাকি সব কিতাব রহিত হয়ে গেছে। এখন আর সেগুলো মানা জরুরি না। বরং কুরআনের অনুসরণ করা সকলের জন্যে ফরজ। নবিজির শরীয়ত অনুসারে জীবন চালানোও ফরজ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহর কসম! কেউ যদি আমাকে নবি হিসেবে না মানে এবং আমার আনীত শরীয়তের ওপর ঈমান না আনে, সে অবশ্যই জাহান্নামে যাবে।'

কুরআনের আগে যত কিতাব এসেছে, সেগুলো পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। কারণ, আল্লাহ তাআলা সেগুলো সংরক্ষণ করার দায়িত্ব নেননি। কিন্তু কুরআন এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। মহান আল্লাহ এটি হেফাজত করার দায়িত্ব নিয়েছেন। তাই কুরআন মাজীদের কোনো পরিবর্তন হয়নি। কিয়ামত পর্যন্ত কুরআন অবিকৃত অবস্থায় থাকবে। তাই কুরআন থেকেই আমরা জ্ঞান অর্জন করব।

মুসলিম : ১৫৩, মাজমাউয যাওয়াইদ : ১/১৭৮ অনুসারে লেখা হয়েছে

যে গল্পগুলো দিয়ে সাজিয়েছি

১ তাওরাত এল তূর পাহাড়ে

২ ওদের কথা মানব না

৩ নানান সুরে যাবুর পাঠ

৪ ইনজিল কিতাবে নবিজি

৫ চূড়ান্ত কিতাব আল-কুরআন

৬ আল-কুরআনের মর্যাদা

৭ শুনল কুরআন জিনের দল

৮ এটা কোনো জাদু নয়

৯ ফেরেশতারা নেমে এল

১০ কুরআন দিয়ে নিরাময়

কিতাব এল দুনিয়াতে

লেখক : জাকারিয়া মাসুদ

শারঈ সম্পাদক : শায়খ মোখতার আহমাদ

গ্রাফিক্স : নয়ন সরকার

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০২২

ATFAAL

by sondipon

৩৮/৩, কম্পিউটার কমপ্লেক্স (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা

০১৪০৬৩০০১০০,০১৭১১ ০৬৯ ০৩৯

ATFAAL

www.sondipon.com

ছোটদের ঈমান সিরিজ ৪

যুগে যুগে নবি রাসূল

জাকারিয়া মাসুদ

ATFAAL
by sondipon

২ প্লাবন এল দুনিয়ায়

হাজার হাজার বছর আগের কথা। দুনিয়া তখন শিরকে ভরে গিয়েছিল। আল্লাহকে বাদ দিয়ে মানুষজন দেব-দেবীর পূজা শুরু করেছিল। তাদেরকে সঠিক পথে আনার জন্যে একজন রাসূল পাঠানো হয়। তাঁর নাম নূহ ﷺ।

নূহ ﷺ বলতে থাকেন, 'হে আমার জাতি! আমি তোমাদেরকে সতর্ক করছি। তোমরা শিরক ছেড়ে দাও। এক আল্লাহর ইবাদত করো। তাঁকে ভয় করো। তাহলে আল্লাহ তোমাদের সকল পাপ ক্ষমা করে দেবেন।'

৯৫০ বছর হায়াত পেয়েছিলেন নূহ ﷺ। যুগের পর যুগ তিনি দাওয়াত দিতে থাকেন। দিনরাত মেনহনত করতে থাকেন। তিনি আশায় ছিলেন, লোকেরা হয়তো ঈমান আনবে। কিন্তু তারা ঈমান কবুল করেনি। উল্টো তাঁর ওপর অত্যাচার শুরু করে।

নূহ ﷺ-কে লোকেরা দূরদূর করে তাড়িয়ে দিত। তিনি কথা বলতে গেলে কানে আঙুল ঢুকিয়ে রাখত। কখনো চেহারা ঢেকে ফেলত কাপড় দিয়ে। তাঁকে নিয়ে হাসি-তামাশা করত। তাঁর কওমের সর্দাররা বলত, 'নূহ, শুনে রাখো! তুমি যদি না থামো, তবে পাথর মেরে তোমার খুলি উড়িয়ে দেব।'

অত্যাচার সহ্য করেই নূহ ﷺ দাওয়াত চালিয়ে যান। অল্প কজন লোক ছাড়া কেউই তাঁর ডাকে সাড়া দেয়নি। একপর্যায়ে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে নূহ! ইতিমধ্যে যারা মুমিন হয়েছে, তারা ছাড়া আর কেউ ঈমান আনবে না। কাজেই, তুমি ওদের কর্মকাণ্ড দেখে কষ্ট পেয়ো না।'

ওহি মারফত জানিয়ে দেওয়া যে, লোকেরা আর ঈমান আনবে না। তারা শিরক-কুফরের ওপরই অটল থাকবে। তখন নূহ ﷺ বলতে থাকেন, 'রব আমার! তুমি ওদের থেকে বদলা নাও।' এরপর তিনি বদদুআ করে বলেন, 'রব আমার! একজন কাফিরকেও তুমি ছাড় দিয়ো না। যদি তুমি ওদের ছেড়ে দাও, তাহলে ওরা মুমিনদের গোমরাহ করে ফেলবে।' নূহ ﷺ-এর দুআ আল্লাহ তাআলা কবুল করে নেন। এরপর তাঁকে একটি নৌকা তৈরির আদেশ দেন।

নূহ ﷺ জানতেন না—কিভাবে নৌকা বানাতে করতে হয়। আল্লাহ তাঁকে সব শিখিয়ে দেন।

নৌকাটি ছিল বিশাল আকারের। জাহাজের মতো বড়। তিন তলা। অনেক সময় লাগিয়ে ওটা তৈরি করা হয়। মরু এলাকায় নৌকা বানাতে দেখে লোকেরা ঠাট্টা শুরু করে। তারা বলে, 'এই নূহ! তুমি কি পাগল হয়ে গেছ? শুকনা জমিনের মধ্যে নৌকা কিভাবে চালাবে?'

জবাবে নূহ ﷺ বলেন, 'তোমরা কি আমাকে নিয়ে মজা করছ? শীঘ্রই দেখতে পারবে, কাদের ওপর গজব নেমে আসে।'

নূহ ﷺ বাস করতেন ইরাকের মসুল নগরীতে। ওখান থেকেই বিশাল তুফান শুরু হয়।

এটি ছিল গজবের প্রাথমিক আলামত।

আল্লাহ তাআলা তখন বলেন, 'হে নূহ! তুমি প্রত্যেক প্রাণী থেকে এক জোড়া এক জোড়া করে নৌকায় উঠিয়ে নাও।' নানান ধরনের পশু, প্রাণী, বীজ তিনি এক জোড়া করে নৌকায় তুলে নেন। আর যারা ঈমান এনেছিল, তারাও নৌকায় ঠাঁই পায়। সংখ্যায় এঁরা ছিল আশি জন। চল্লিশ জন পুরুষ আর চল্লিশ জন নারী। তারা নৌকায় ওঠার পর শুরু হয় প্রবল তুফান। তার সাথে আসতে থাকে ঝড়-বৃষ্টি। প্লাবন আসার কারণে গোটা দুনিয়া পানিতে তলিয়ে যায়। যত কাফির-মুশরিক ছিল, সবাই পানিতে ডুবে মরে। নূহ ﷺ-এর ছেলে ইয়াম ছিল কাফির। সেও পানিতে ডুবে যায়। কেবল মুসলিমরাই রেহাই পায়। নূহ ﷺ তাদের নিয়ে নৌকায় ভাসতে থাকেন।

আল্লাহর নির্দেশে বৃষ্টি বন্ধ হয়। প্লাবন থেমে যায়। পানি শুকিয়ে মাঠঘাট দেখা যেতে শুরু করে। নৌকা তখন জুদী পাহাড়ে গিয়ে ঠেকে। এ পাহাড়টি ইরাকের উত্তর দিকে অবস্থিত। আল্লাহর নির্দেশে নূহ ﷺ এখানেই নোঙর করেন। মুসলিমরা এই পাহাড়ে নেমে যায়। নূহ ﷺ-এর মাধ্যমে পৃথিবী দ্বিতীয়বার আবাদ হয়। মানুষ আবার ছড়িয়ে পড়ে দুনিয়াতে।

দুনিয়াতে রাসূল এসেছিল মোট ৩১৫ জন। নূহ ﷺ ছিলেন প্রথম রাসূল।

সূরা নূহ : ৭১/১-৪, ৬-৯, ২৬-২৭; সূরা শুআরা ২৬ : ১১৬; সূরা কমার : ৫৪/১০; সূরা হূদ : ১১/৩৭-৪৮, সূরা মুমিনুন : ২৩/২৭, সহীহাহ : ২৬৬৮, বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১/২৩০-২৩১ অনুসারে লেখা হয়েছে

যে গল্পগুলো দিয়ে সাজিয়েছি

১ প্রথম মানুষ, প্রথম নবি

২ প্লাবন এল দুনিয়ায়

৩ সকল নবির পিতা

৪ বললেন কথা রবের সাথে

৫ উঠে গেলেন আসমানে

৬ শেষ নবি, শেষ রাসূল

৭ প্রাণের চেয়েও প্রিয় যিনি

৮ নবি-রাসূলের সর্দার

৯ যুগে যুগে নবি-রাসূল

যুগে যুগে নবি রাসূল
লেখক : জাকারিয়া মাসুদ
শারঈ সম্পাদক : শায়খ মোখতার আহমাদ
গ্রাফিক্স : নয়ন সরকার
প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০২২

ATFAAL
by sondipon
৩৮/৩, কম্পিউটার কমপ্লেক্স (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৪০৬৩০০১০০,০১৭১১ ০৬৯ ০৩৯
ATFAAL
www.sondipon.com

ছোটদের ঈমান সিরিজ ৫

হিসাব হবে আখিরাতে

জাকারিয়া মাসুদ

ATFAAL
by sandipan

৪ চেহারা হবে নূরানি

নবি ﷺ একদিন সাহাবিদের বললেন, 'আমার বড় ইচ্ছে হয় আমি আমার ভাইদের দেখি।'

সাহাবিরা বুঝতে পারছিলেন না, তিনি কাদেরকে ভাই বলে সম্বোধন করছেন। কাদের দেখার জন্যে ব্যাকুল হচ্ছেন। তাঁরা জিগেস করলেন, 'আল্লাহর রাসূল! আমরা কি আপনার ভাই নই?'

তিনি জবাব দিলেন, 'আরে, তোমরা তো আমার সাহাবি।'

সাহাবিরা বললেন, 'তাহলে ভাই কারা?'

তিনি বললেন, 'এখনো যারা পৃথিবীতে আসেনি, তারা আমার ভাই।'

সাহাবিরা অবাক হয়ে গেলেন। নবিজির মৃত্যুর পর যারা ঈমান কবুল করবে, তাদের কত সম্মান। নবি ﷺ তাদেরকে ভাই হিসেবে পরিচয় দিচ্ছেন। কিন্তু আল্লাহর নবি ﷺ এইসব মুসলিমদেরকে কিভাবে চিনবেন? কিয়ামতের দিন তাদেরকে কিভাবে আলাদা করবেন?

সাহাবিরা বললেন, 'ওগো আল্লাহর নবি! আপনি তাদেরকে কিভাবে চিনবেন?'

নবি ﷺ বললেন, 'ধরো, কোনো ব্যক্তির ধবধবে সাদা কপালের একটি ঘোড়া আছে। সেটি যদি কালো ঘোড়ার পালে মিশে যায়, তবে কি লোকটি তার ঘোড়াকে আলাদা করতে পারবে?'

সাহাবিরা বললেন, 'হ্যাঁ, অবশ্যই পারবে।'

নবিজি তখন বললেন, 'আমার ভাইয়েরা কিয়ামতের দিন নূরানি চেহারা নিয়ে উঠবে। তাদের হাত-পা জ্বলজ্বল করতে থাকবে। এগুলো দেখেই আমি তাদের চিনে নেব।'

এভাবেই নবি ﷺ তাঁর উম্মতকে সেদিন বাছাই করবেন। তাঁর সুপারিশে অসংখ্য উম্মত নাজাত পাবে।

বুখারি : ৬০৮৪; মুসলিম : ১৯৬, ২১৬, ৪৭৭ অনুসারে লেখা হয়েছে

৫ নিয়ামতের হিসাব হবে

এক রাতের কথা। নবি ﷺ তখন ঘরের বাইরে ছিলেন। আচমকা তাঁর সাথে আবু বকর ও উমর رضي الله عنهما-এর দেখা হলো। তিনি প্রশ্ন করলেন, 'তোমরা এই সময় ঘর থেকে বের হলে যে?'

তাঁরা বললেন, 'ক্ষুধার জ্বালা আর সইতে পারছি না আল্লাহর নবি!'

নবি ﷺ বললেন, 'আমিও তো ঠিক একই কারণে বের হয়ে এসেছি। চলো দেখি, কী করা যায়।'

তাঁরা একসাথে চলতে লাগলেন। চলতে চলতে এক আনসারি সাহাবির বাড়িতে হাজির হলেন। আনসারি সাহাবি তখন বাড়িতে ছিলেন না। তাঁর স্ত্রী নবিজিকে দেখে বললেন, 'স্বাগতম হে আল্লাহর রাসূল!'

রাসূল ﷺ তাঁকে জিগেস করলেন, 'তোমার স্বামী কোথায়?'

সে বলল, 'তিনি তো পানি আনতে গেছেন।'

এরই মধ্যে আনসারি সাহাবি বাড়ি ফিরে এল। আল্লাহর রাসূল ও তাঁর দুই সাথিকে দেখতে পেয়ে সে বলল, 'আলহামদু-লিল্লাহ! আজ তো আমার চেয়ে সৌভাগ্যবান আর কেউ নেই। শ্রেষ্ঠ মেহমানরা আমার বাসায় এসেছেন।'

এই কথা বলে সে একটি খেজুরের ছড়া নিয়ে আসলো। তাতে কাঁচা, পাকা ও শুকনা—তিন পদের খেজুরই ছিল। সে বলল, 'আপনারা এখান থেকে খেতে থাকুন। আমি একটি ছাগল জবাই করার ব্যবস্থা করছি।' এই বলে সে একটি ছোরা হাতে নিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, 'সাবধান! দুধওয়ালা ছাগল জবাই করবে না।'

ওই আনসারি সাহাবি একটা খাসি জবাই করল। এরপর গোশত রান্না করে হাজির করল নবিজির সামনে। আল্লাহর নবি, আবু বকর ও উমর তৃপ্তি নিয়ে খেলেন। নবিজি এরপর আবু বকর ও উমর رضي الله عنهما-কে বললেন, 'ক্ষুধার কারণে তোমরা বাড়ি থেকে বের হয়ে এসেছিলে। আল্লাহ তোমাদেরকে রিযিকের নিয়ামত দিয়েছেন। আল্লাহর কসম! কিয়ামতের দিন এই নিয়ামত সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে।'

বন্ধুরা! আমরা যত নিয়ামত ভোগ করছি দুনিয়াতে, সবকিছুর ব্যাপারে জিগেস করা হবে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা হিসাব চাইবেন আমাদের কাছে। আল্লাহ যদি রহম না করেন, তবে সেদিন নিস্তার পাওয়া যাবে না। তাই আল্লাহর কাছে বিনা হিসাবে জান্নাত চাইতে হবে। হিসাব দিয়ে জান্নাতে যাওয়া কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। আমল দিয়েও জান্নাতে যাওয়া যাবে না। একমাত্র আল্লাহর দয়ার বদৌলতেই মুমিনরা জান্নাতে যাবে।

বুখারি : ৫৬৭৩, ৬০১৯, মুসলিম : ২০৪ অনুসারে লেখা হয়েছে

যে গল্পগুলো দিয়ে সাজিয়েছি

১ শুরু হবে বিচার কাজ

২ সবার আগে যাবে কে

৩ লোক-দেখানো আমলকারী

৪ চেহারা হবে নূরানি

৫ নিয়ামতের হিসাব হবে

৬ কার কী হবে পরিণতি

৭ জান্নাতীদের খাবার-দাবার

৮ তৃষ্ণা যখন মিটে যাবে

হিসাব হবে আখিরাতে
লেখক : জাকারিয়া মাসুদ
শারঈ সম্পাদক : শায়খ মোখতার আহমাদ
গ্রাফিক্স : নয়ন সরকার
প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০২২

ATFAAL
by sondipon
৩৮/৩, কম্পিউটার কমপ্লেক্স (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৪০৬৩০০১০০,০১৭১১ ০৬৯ ০৩৯
ATFAAL
www.sondipon.com

ছোটদের ঈমান সিরিজ ৬

তাকদীরে সব লেখা আছে

জাকারিয়া মাসুদ

ATFAAL
by sandpor

২ আগুন হলো শান্তিধারা

বাবেল নামে এক শহর ছিল। সে শহরে ছিল এক অত্যাচারী রাজা। নাম তার নমরুদ। সে নিজেকে রব হিসেবে দাবি করত। মানুষকে তার ইবাদত করতে বাধ্য করত। তার কারণে পুরো এলাকা শিরকে ভরে গিয়েছিল। চারিদিকে ছিল মুশরিক আর মুশরিক।

আল্লাহ তাআলা ওই এলাকায় ইবরাহীম ﷺ-কে পাঠিয়েছিলেন। তিনি লোকদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিতেন। শিরক করতে বারণ করতেন। একবার তিনি নমরুদের কাছে গেলেন দাওয়াত নিয়ে। তাকেও এক আল্লাহর ইবাদত করতে বললেন। কিন্তু ওই বদমাশটা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল। রাগে গরগর করতে করতে বলল, 'আমি হলাম এই রাজ্যের মালিক। আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কারও ইবাদত করা চলবে না।'

ইবরাহীম ﷺ বললেন, 'আল্লাহ আমাদের রব। আমরা তাঁরই ইবাদত করব।'

সে বলল, 'আমিই সবচেয়ে বড় রব। আমার ক্ষমতা তোমার রবের চেয়ে বেশি।'

ইবরাহীম ﷺ বললেন, 'আল্লাহ তাআলা পূর্ব দিক থেকে সূর্য ওঠান, তুমি পশ্চিম দিক থেকে ওঠাও তো দেখি!'

নমরুদ এবার চুপসে গেল। সে আর কোনো কথাই বলল না।

ইবরাহীম ﷺ তাঁর দাওয়াত চালিয়ে গেলেন। মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকতে থাকলেন। বেশিরভাগ লোক তাঁর বিরোধিতা শুরু করল। কিন্তু ইবরাহীম ﷺ-এর সামনে বলার মতো কোনো যুক্তি পেল না। রাগে-ক্ষোভে তারা নমরুদের কাছে গেল। তাকে একটা বিহীত করতে বলল। নমরুদ এমন একটা সুযোগের অপেক্ষাই করছিল। লোকদের নালিশ শুনে ইবরাহীম ﷺ-কে হত্যার আদেশ দিল সে।

জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করা হলো বিভিন্ন স্থান থেকে। এরপর বিশাল এক গর্ত তৈরি করে ওটা লাকড়ি দিয়ে ভরে ফেলা হলো। এর ওপর আগুন জ্বালাল লোকেরা। দাউদাউ করে জ্বলে উঠল লেলিহান শিখা। এরপর চরকা দিয়ে ইবরাহীমকে সেখানে ছুড়ে ফেলা হলো। তখন তিনি বলতে লাগলেন, 'হে আল্লাহ! আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আমি আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। প্রশংসা আপনার, রাজত্বও আপনার। আপনার কোনো শরিক নেই।'

এমন সময় জিবরীল ﷺ এসে বললেন, 'ইবরাহীম! আপনার কি কোনো সাহায্য লাগবে?'

ইবরাহীম ﷺ বললেন, 'আমি কেবল আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাই।'

আল্লাহ তাআলা আগুনকে নির্দেশ দিয়ে বললেন, 'হে আগুন! তুমি ইবরাহীমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও।'

সাথে সাথে আগুন শীতল হয়ে গেল। নিরাপদ হয়ে গেল। ইবরাহীম ﷺ আগুনের মধ্যে থেকেই প্রশান্তি অনুভব করতে লাগলেন। চল্লিশ দিন ধরে তাঁকে আগুনে ফেলে রাখা হলো। কিন্তু তাঁর একটি লোমও পুড়ল না।

বন্ধুরা! আগুনে পুড়ে মৃত্যুর কথা ইবরাহীম ﷺ-এর তাকদীরে লিখা ছিল না। তাই আগুন তাঁকে পোড়াতে পারেনি। ভয়ানক আগুনে চল্লিশ দিন জ্বলার পরও তিনি বেঁচে গিয়েছিলেন।

তাফসীরে তাবারি : ৬/২৬৫, ইবনু কাসীর : ১/৬৮৪ অনুসারে লেখা হয়েছে

৩ মুমিন যদি হতে চাও

ইরাকের বসরা শহরে এক ভণ্ড লোক ছিল। তার নাম মাবাদ জুহানি। সে তাকদীর নিয়ে উল্টাপাল্টা কথা বলত। লোকদেরকে বিভ্রান্ত করত। অনেকেই তাকে নিয়ে চিন্তিত ছিল। এদের মধ্যে অন্যতম হলেন ইয়াহইয়া এবং হুমায়িদ ﵉। তাঁরা ছিলেন ইরাকের তাবিয়ি। মাবাদের ব্যাপারে তাঁরা ফতোয়া দিতে চাচ্ছিলেন। এই জন্যে সাহাবিদের সাথে পরামর্শ করার সিদ্ধান্ত নেন।

হজের মৌসুমে তাঁরা চলে যান মক্কায়। হজ আদায় করে ওখান থেকে মদীনায় সফর করেন। সেখানে আবদুল্লাহ ইবনু উমর ﵄-এর সাথে তাঁদের দেখা হয়। তিনি মসজিদে নববিতে বসে ছিলেন। তাঁকে দেখে ইয়াহইয়া এবং হুমায়িদ ﵉ খুব খুশি হন। তাঁরা সাহাবি আবদুল্লাহ'র পাশে গিয়ে বসেন। সালাম-মুসাফাহা করার পর নিজেদের পরিচয় দেন। তারপর ইয়াহইয়া বলেন, 'প্রিয় আবদুল্লাহ! আমার দেশে কিছু লোকের জন্ম হয়েছে। এরা কুরআন পাঠ করে এবং দ্বীন সম্পর্কে গবেষণাও করে। কিন্তু তারা মনে করে তাকদীর বলতে কিছু নেই। এদের ব্যাপারে আপনি আমাদের কিছু নসিহত করুন।'

আবদুল্লাহ ইবনু উমর ﷺ তখন বললেন, 'ওইসব লোকদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আল্লাহর কসম! তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস না করলে কোনো আমলই কবুল করা হবে না। এমনকি উহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনা আল্লাহর রাস্তায় দান করলেও, আল্লাহ তা কবুল করবেন না।'

এরপর আবদুল্লাহ ﷺ একটি হাদীস শুনিয়ে দেন। আল্লাহর নবি ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর নবি-রাসূল, আখিরাত এবং তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস করার নামই হলো ঈমান।'

ইয়াহইয়া এবং হুমায়িদ তখন খুব খুশি হন। তাঁরা সফর থেকে ফিরে আসেন বসরায়। এরপর লোকদেরকে মাবাদ জুহানির ব্যাপারে সাবধান করতে থাকেন। তার কথায় কান না-দেওয়ার অনুরোধ করেন।

বন্ধুরা! তাকদীর হলো ঈমানের অংশ। এই পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে, তার সবই লিখে রাখা হয়েছে। আল্লাহ তাআলাই সবকিছু নির্ধারণ করে রেখেছেন। সবকিছু তাঁর জ্ঞান, ক্ষমতা ও ইচ্ছা-মাফিক হয়। আসমান-জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বেই তিনি এসব কিছু লিখে রেখেছেন। এটার নামই তাকদীর। এর ওপরে বিশ্বাস না করলে কেউ মুমিন হতে পারবে না। কেউ যদি তাকদীরকে অবিশ্বাস করে, তাহলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

মুসলিম : ১, ২৬৫৩, আবু দাউদ : ৪৬৯৯ অনুসারে লেখা হয়েছে

যে গল্পগুলো দিয়ে সাজিয়েছি

১ তোমার রিযিক তুমিই পাবে

২ আগুন হলো শান্তিধারা

৩ মুমিন যদি হতে চাও

৪ তর্ক করা চলবে না

৫ আমল জারি রাখতে হবে

৬ চলুন আমরা ফিরে যাই

৭ হাত চালিয়ে করব কাজ

৮ সবই রবের ফায়সালা

৯ মুশরিক হলো কুপোকাত

১০ ফেরেশতা সব লিখে রাখে

তাকদীরে সব লেখা আছে
লেখক : জাকারিয়া মাসুদ
শারঈ সম্পাদক : শায়খ মোখতার আহমাদ
গ্রাফিক্স : নয়ন সরকার
প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০২২

ATFAAL
by sondipon
৩৮/৩, কম্পিউটার কমপ্লেক্স (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৪০৬৩০০১০০,০১৭১১ ০৬৯ ০৩৯
ATFAAL
www.sondipon.com